▼ **সামাজিক স্তরবিন্যাসের কোনো নেতিবাচক ভূমিকা আছে (Is there any disfunction of social stratification):** অধ্যাপক কিংসলে ডেভিস এবং ডব্লিউ. ই. মুর সামাজিক স্তরবিন্যাস সম্পর্কে যে তাত্ত্বিক বিন্যাস খাড়া করেছেন অধ্যাপক টিউমিন তার তীব্র বিরূপ সমালোচনা করেছেন। টিউমিন তাঁর 'Social Statification' শীর্ষক গ্রন্থে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। টিউমিন সামাজিক স্তরবিন্যাসের নেতিবাচক পরিণতি প্রসঙ্গে কতকগুলি অনুমিত সিদ্ধান্তের উল্লেখ করেছেন।

(i) যে-কোনো সমাজ ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিবর্গের অল্প কিছু ব্যক্তির মধ্যে উচ্চমানের মেধাশক্তি বর্তমান থাকে। কিছু মেধাবী সকল ব্যক্তির মেধাশক্তির বিকাশে সামাজিক স্তরবিন্যাস সাহায্য করে না, অনেকক্ষেত্রে সম্ভাবনাকে সীমাবদ্ধ করে। প্রেষণা, প্রবেষণ এই দুইটি ক্ষেত্রে উপযুক্ত সুযোগসুবিধার ক্ষেত্রে বৈষম্যের কারণে এই রকম সীমাবদ্ধতার সৃষ্টি হয়।

(ii) সামাজিক স্তরবিন্যাসের ব্যবস্থা সমাজের কিছু মেধাবী ব্যক্তির মেধার বিকাশের পথে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে। তার ফলে সমাজের সকল সৃজন শক্তিকে প্রগতিশীল ও উৎপাদনশীল কাজে ব্যবহার করা যায় না।

(iii) সামাজিক সংহতির সম্ভাবনা সামাজিক স্তরবিন্যসের দ্বারা সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। কারণ স্তরবিন্যাস সমাজস্থ ব্যক্তিবর্গের মধ্যে হিংসা, বিদ্বেষ, অবিশ্বাস, সন্দেহ প্রভৃতি সংহতি বিরোধী শক্তির জন্ম দেয়।

(iv) সমাজ ব্যবস্থায় অন্তর্গত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে স্তরবিন্যাস ব্যবস্থা সমাজের প্রতি আনুগত্যের বিষয়টিকে বৈষম্যমূলক করে তোলে। এই আনুগত্যের অসম বন্টনের পক্ষে স্তরবিন্যাস মদত জোগায়।

(v) সমাজস্থ ব্যক্তিবর্গের মধ্যে আত্মবিকাশের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। সামাজিক স্তরবিন্যাস এই সহায়ক বিস্তারকে বৈষম্যযুক্ত করে তোলে। তার ফলে সমাজ ব্যবস্থার অন্তর্গত ব্যক্তিবর্গের সৃজনশীল বিকাশ বাধাপ্রাপ্ত হয়। অথচ সৃজনশক্তির যথাযথ বিকাশের জন্য আত্মবিকাশের যথাযথ পরিবেশ অনস্বীকার্য।

(vi) ব্যক্তিমাত্রেই যে-কোনো একটি সমাজের সদস্য। তিনি যে সমাজের সদস্য সেটি তার সমাজ। এই অনুভূতির অনুপ্রেরণায় ব্যক্তি সামাজিক কাজকর্মে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে। সামাজিক স্তরবিন্যাসের কারণে সমাজস্থ ব্যক্তিবর্গের মধ্যে এই অনুপ্রেরণা বন্টিত হয়। তার ফলে সামাজিক কাজকর্মে অংশ গ্রহণের ব্যাপারে সকলের সমান আগ্রহ থাকে না। সামাজিক স্তরবিন্যাসের পরিপ্রেক্ষিতে ব্যক্তির অবস্থান অনুসারে সমাজের সদস্য হিসাবে তার অনুভূতি বা প্রেরণা নির্ধারিত হয়।

(vii) সামাজিক স্তরবিন্যাসের কারণে সমাজজীবনে রক্ষণশীলতা প্রকাশ পায়। সামাজিক স্তরবিন্যাসের পরিপ্রেক্ষিতে এলিট সম্প্রদায় প্রাধান্যকারী গোষ্ঠী হিসাবে রাজনীতিক ক্ষেত্রে কর্তৃত্ব কায়েম করে।

2.7 সামাজিক স্তরবিন্যাসের বিভিন্ন শ্রেণিবিভাগ (The main Classification of social stratification)

সামাজিক স্তরবিন্যাস হল সার্বজনীন ও চিরন্তন। সর্বকালে এবং সকল সমাজব্যবস্থায় স্তরবিন্যাস বর্তমান ছিল ও আছে। তবে কালের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক স্তরবিন্যাসের আকৃতি-প্রকৃতির পরিবর্তন ঘটেছে। এর রূপ ও প্রকৃতি কালের প্রবাহে পরিবর্তিত হয়েছে। যুগে যুগে সামাজিক স্তরবিন্যাসের প্রকারভেদ, আকৃতি-প্রকৃতির পরিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে সমাজতত্ত্ববিদগণ সামাজিক স্তরবিন্যাসকে সাধারণত চার ভাগে বিভক্ত করেছেন।

Scanned with CamScanner

সামাজিক স্তরবিন্যাসের এই চারটি ভাগ হল— (i) দাসত্ব (Slavery), (ii) সামন্ত বা ভূমিস্বত্ব প্রথা (Estate), (iii) শ্রেণি ব্যবস্থা (Class system) এবং (iv) জাতি ব্যবস্থা (Caste system)

i **দাসত্ব বা দাসতন্ত্র (Slavery of slave system):** দাসপ্রথা চরম বৈষম্যমূলক। দাসপ্রথা প্রচলিত থাকলে কোনো কোনো গোষ্ঠী হয় পুরোপুরি কিংবা অনেকাংশে সবরকম অধিকার থেকে বঞ্চিত। ভিন্ন ভিন্ন দেশে ও কালে বিক্ষিপ্তভাবে দাসপ্রথার প্রচলন দেখা গেছে। তার মধ্যে দুটি উদাহরণ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। একটি প্রাচীন কালের দাসভিত্তিক সমাজের, (বিশেষত গ্রিস ও রোমের), অপরটি অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীতে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণের রাজ্যগুলির দাসপ্রথার।

ii **সামন্ত বা ভূমিস্বত্ব প্রথা (Estates):** অষ্টাদশ শতাব্দীর সমাজ বিজ্ঞানীরা 'এস্টেটস' অর্থে 'শ্রেণি' শব্দটি ব্যবহার করতেন। সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হিসাবে এই ভূমিস্বত্ব প্রথা বা "এস্টেটস প্রথার" জন্ম হয়। অর্থনীতিক ব্যবস্থার এস্টেটস প্রথা ছিল প্রকৃতপক্ষে একটি অনড় ব্যবস্থা। ইউরোপ ও এশিয়ার বিভিন্ন দেশে সামন্ততান্ত্রিক এস্টেটস প্রথার প্রচলন পরিলক্ষিত হয়।

মধ্যযুগের ইংল্যান্ডে সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা বর্তমান ছিল। সামন্ততান্ত্রিক ইংল্যান্ডে স্বত্ব প্রথা প্রবর্তিত ছিল। এই তিন ধরণের ভূমিস্বত্ব প্রথা হল—

(i) উত্তরাধিকার "Free-simple"

(ii) বংশধর অনুযায়ী ভূমিস্বত্ব বা "Free-simple"

(iii) প্রথম ধরণের ভূমিস্বত্বের ক্ষেত্রে উত্তরাধিকার সূত্রে ভূমিস্বত্ব ন্যস্ত থাকলে ভূমিস্বত্ব গ্রহণ করতেন লর্ড বা "রাজাই"। তবে ভূমির স্বত্বাধিকারী তিনি থাকতেন। এরকম উইল থাকলে ভূমিস্বত্ব বর্তাত উইল অনুসারে।

(iv) দ্বিতীয় প্রকার ভূমিস্বত্বকে বলা হত "Free-simple"। এধরণের স্বত্বাধিকারীর অবর্তমানে বর্তাত বংশধরদের হাতে।

ইংল্যান্ডের সংসদীয় শাসন ব্যবস্থার প্রথম ভাগে দেশের অধিবাসীরা বিভক্ত ছিল তিনটি অংশে (Three Estates) অর্থাৎ অধিবাসীদের এই অংশ গুলোকে বলা হত Estate। সমকালীন ইংল্যান্ডের এই তিনটি Estate হল— First Estate, Second Estate এবং Third Estate। সমাজস্থ ব্যাক্তিবর্গের মধ্যে 'যাজক সম্প্রদায়' First Estate - এর অন্তর্ভুক্ত ছিল। Second Estate এর অন্তর্ভুক্ত ছিল অভিজাত সম্প্রদায় (First Nobility) এবং Third Estate বলতে বোঝাত জনসাধারণকে (Community)। এই পর্যায়ের সর্বসাধারণের রাজনৈতিক অধিকার স্বীকৃতি ছিল না। তা ছাড়া; আইনগত অধিকার ভোগের ক্ষেত্রেও বৈষম্য বর্তমান ছিল।

iii **শ্রেণি ব্যবস্থা (Class-System):**

(a) সদস্যপদ উত্তরাধিকারসূত্রে অর্জিত হয় না এবং তা আইন বা প্রথার দ্বারা সমাপিত নয়।

(b) শ্রেণি ব্যবস্থা অন্য যে-কোনো প্রকারের স্তরবিন্যাস অপেক্ষা নমনীয় এবং

Scanned with CamScanner

(c) শ্রেণির সীমান্তরেখা কখনই সুস্পষ্ট নয়।

(d) বিভিন্ন শ্রেণির মধ্যে বিবাহের ব্যাপারে কোনো আনুষ্ঠানিক সীমাবদ্ধতা থাকে না।

(e) অন্যান্য স্তরবিন্যাস ব্যবস্থায় ব্যক্তির মর্যাদা জন্মসূত্রে স্থিরীকৃত কিন্তু শ্রেণি ব্যবস্থায় তার মর্যাদা কিছুটা পরিমাণে অর্জিত। সামাজিক সচলতা তথা শ্রেণিকাঠামোর উর্দ্ধমুখী অবস্থান অন্য ব্যবস্থা অপেক্ষা অধিক পরিমাণে সম্ভব (জাত ব্যবস্থায় এক জাত থেকে ভিন্ন জাতে ব্যক্তিগত সচলতা অসম্ভব)।

(f) শ্রেণি ব্যক্তি - গোষ্ঠীর অর্থনৈতিক বৈষম্যের ওপর নির্ভর করে; গোষ্ঠীর হাতে বস্তুগত মালিকানার ভিন্নতা থাকে। অন্যান্য সামাজিক স্তরবিন্যাস ব্যবস্থায় অর্থনৈতিক উপাদান (যেমন— ভারতের জাত ব্যবস্থায় ধর্মের প্রভাব সর্বাধিক) সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ।

(g) ব্যাপক সংখ্যক মানবগোষ্ঠী যারা একই ধরণের অর্থনৈতিক উপাদানের অংশীদার যা তাদের জীবনযাত্রাকে প্রভাবিত করে।

(h) শ্রেণি-বৈষম্যের ভিত্তি হল পেশা ও সম্পদের মালিকানা। পশ্চিমি সমাজে মূলত যে শ্রেণিগুলি বিদ্যমান তা উচ্চবিত্ত শ্রেণি বা Upper Class (বিত্তশালী, নিয়োগকর্তা এবং শিল্পপতিরা এবং সর্বোচ্চ আধিকারক - যারা উৎপাদনের উপকরণসমূহকে নিয়ন্ত্রণ করে); মধ্যবিত্ত শ্রেণি বা Middle Class (যা অধিকাংশ কলমজীবী পেশার মানুষকে অন্তর্ভুক্ত করে); এবং শ্রমিক শ্রেণি বা Working Class (যারা কায়িক শ্রম করে)। কতকগুলি শিল্পোন্নত দেশে যথা ফ্রান্স বা জাপানে চতুর্থ শ্রেণি তথা কৃষক (ঐতিহ্যবাহী ধরণের কৃষি উৎপাদনে নিয়োজিত) পর্যন্ত উল্লেখযোগ্য ছিল। তৃতীয় বিশ্বের কৃষকরা আজও সর্ববৃহৎ শ্রেণি।

(i) সমাজের একটি অংশ অন্যান্য অংশের থেকে নিজেদের করে এবং এই চেতনার তাগিদে তারা অন্যান্যদের থেকে নিজেদের সামাজিক নিরাপত্তার ব্যাপারে সতর্ক ও সচেষ্ট হয়। প্রকৃতপক্ষে এই পার্থক্যবোধই হল শ্রেণির মূল কারণ ও লক্ষ্মণ।

(j) অধ্যাপক অগ্‌বার্ণ ও নিমকাফ্ (W. F. Ogburn and M. F. Nimkoff) বিশ্বাস করেন যে মানবসমাজে বৃত্তিমূলক শ্রেণিবিভাগের ফলে এই সব ঘটে থাকে। কারণ সমাজস্থ ব্যক্তিবর্গের আয়, সাহসিকতা, শিক্ষা, বিশ্বাস, জীবনযাত্রার প্রণালী প্রভৃতির সঙ্গে পেশাগত সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। অধ্যাপক অগ্‌বার্ণ ও নিমকাফের অভিমত অনুসারে, সামাজিক শ্রেণির মৌলিক বৈশিষ্ট্য হল সমাজের অন্যান্য শ্রেণির পরিপ্রেক্ষিতে তার অপেক্ষাকৃত শ্রেষ্ঠত্ব বা হীনতাব্যঞ্জক সামাজিক অবস্থান।'

(k) সামাজিক শ্রেণির আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল শ্রেণি সচেতনতা।

সমাজের শ্রেণি ব্যবস্থাকে সামাজিক সচলতার (Open class system) পরিপ্রেক্ষিতে দু'ভাগে বিভক্ত করা যায়। শ্রেণি-ব্যবস্থার এই দুটি ভাগ হল: (i) সচল শ্রেণি ব্যবস্থা এবং (ii) নিশ্চল শ্রেণি ব্যবস্থা।

সচল শ্রেণি ব্যবস্থা (Open class system): গুণগত যোগ্যতার বিচারে স্তরবিন্যাস স্থিরীকৃত হওয়ার ব্যবস্থাকে বলে সচল শ্রেণি ব্যবস্থা অর্থাৎ যে শ্রেণি ব্যবস্থায় যোগ্যতার মান অনুসারে একশ্রেণি থেকে অপর শ্রেণিতে গমনা গমনের পথ উন্মুক্ত থাকে তা হল সচল শ্রেণি ব্যবস্থা। এরকম সচল শ্রেণি ব্যবস্থা পাশ্চাত্য সমাজব্যবস্থায় পরিলক্ষিত হয়।

Scanned with CamScanner

v. **নিশ্চল শ্রেণি ব্যবস্থা (Closed class system):** যে শ্রেণিব্যবস্থায় এক শ্রেণি থেকে অপর শ্রেণি গমনাগমনের সুযোগ একেবারে থাকে না, তাকে বলে নিশ্চল শ্রেণি ব্যবস্থা। নিশ্চল শ্রেণি ব্যবস্থা সামাজিক সচলতার পথ পুরোপুরি রুদ্ধ থাকে। এ ধরণের নিশ্চল শ্রেণি - ব্যবস্থায় উদাহরণ হিসাবে ভারতবর্ষের জাতিভেদ ব্যবস্থার কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

vi. **জাতি ব্যবস্থা (Caste system):** ভারতের জাত-পাত ব্যবস্থা সামাজিক স্তরবিন্যাসের অনন্য উদাহরণ। অবশ্য একথা বলার অর্থ এই নয় যে অন্যান্য স্তরবিন্যাস ব্যবস্থার সঙ্গে জাত-পাত ব্যবস্থার কোনো সাদৃশ্যই নেই, কিংবা জাত-পাতের উপাদান অন্যত্র দেখা যায় না। জাত-পাত ব্যবস্থার একটি বৈশিষ্ট্য অর্থনৈতিক স্তর ভেদের সঙ্গে এর সংযোগ। বিভিন্ন জাত-পাত গোষ্ঠী অথবা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারটি বর্ণকে লক্ষ করলে এট সহজে ধরা পড়ে। যেমন তাঁর অত্যন্ত মূল্যবান সমীক্ষায় দেখিয়েছেন যে বর্ণভেদ নানাদিক থেকে সামন্ততান্ত্রিক এস্টেটস - এর তুলনীয় ছিল। প্রকৃতির দিক থেকে এবং অল্প পরিমাণে বিভিন্ন গোষ্ঠীর ক্রমোচ্চ স্তরবিন্যাসের দিক থেকেও (যেমন পুরোহিত, যোদ্ধা ও অভিজাত গোষ্ঠী, বাণিজ্যিক গোষ্ঠী সবশেষে ভূমিদাস। ভারতীয় বর্ণব্যবস্থা ছিল সামন্ততান্ত্রিক এস্টেটস ব্যবস্থার অনুরূপ। এই দুই ব্যবস্থার মধ্যে আর একটি বিষয়েও সাদৃশ্য ছিল। বর্ণভেদ ব্যবস্থাতেও কোনো বর্ণ বন্ধ গোষ্ঠী ছিল না। এক বর্ণের ব্যক্তি অপর বর্ণে উন্নীত অথবা অবনমিত হতে পারতো। তা ছাড়া, বিভিন্ন বর্ণের মধ্যে আন্তঃবর্ণ বিবাহ স্বীকৃত হত।

জাত-পাতের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রধান সমাজতাত্ত্বিক সমস্যা হল, এই অন্যান্য সামাজিক স্তরবিভাগের অস্তিত্বের ও অবাধিত প্রচলনের কারণ ব্যাখ্যার সমস্যা। দুভাবে এই ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব, ঐতিহাসিক ঘটনার বর্ণনা দিয়ে, অথবা সেইসব কারণকে চিহ্নিত করে যেগুলি শুধু ভারতের সমাজেই প্রাপ্য, অন্য কোথাও নয়।

যাইহোক, জাতি হল জন্মভিত্তিক। ব্যুৎপত্তিগত অর্থে জাতির ভিত্তি হল জন্ম এবং জন্মভিত্তিক বলেই জাতি হল অপরিবর্তনীয়। জাতির একটি বড় বৈশিষ্ট্য হল আন্তঃবিবাহ। মজুমদার ও মদন (D. N. Majumdar and T. N. Madan) - এর মতানুসারে জাতি হল একটি গোষ্ঠীবদ্ধ। বস্তুত জাতি বলতে এক আন্তঃবৈবাহিক গোষ্ঠীকে বোঝায়, যা হল এক বংশানুক্রমিক গোষ্ঠী।

জাতি গোষ্ঠীর সদস্যরা চিরাচরিত ও অভিন্ন বৃত্তির অনুসারী হয়ে থাকে। সামাজিক ক্ষেত্রে এই গোষ্ঠীর সদস্যদের কতকগুলি বিশেষ বিধি নিষেধ বা আচারবিচার মান্য করে চলতে হয়। শ্রীনিবাস (M. N. Srinivas) এর অভিমত অনুসারে জাতিপ্রথা হল নিঃসন্দেহে এক বিশেষ সর্বভারতীয় ব্যবস্থা, এই অর্থে যে, এর মধ্যে সকলেরই স্থান জন্মসূত্রে নির্ধারিত। অধ্যাপক Maciver বলেছেন, "When status is wholly predetermined, so that men are born to their lot without any scope changing it, then class takes the extreme from of caste. জাতীর প্রসঙ্গে ..... গ্রীণ বলেছেন "Caste is a system of stratification in which mobility, up and down the status ladder, at least ideally, must not occur."

সুতরাং জাতিভেদ হল ভারতবর্ষের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রথা। সুপ্রাচীন কাল থেকেই এ প্রথা এদেশে প্রচলিত আছে। জাতিভেদ প্রথা ভারতের এক নিজস্ব সামাজিক বৈশিষ্ট্য। ভারতের প্রাচীন ও জটিল

Scanned with CamScanner